ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর কোনিকে যন্ত্র...
ক্ষিদ্দা তাকে বলেছিলেন, "ওইটেই তো আমি রে, যন্ত্রণাটাই তো...

প্রশ্ন ১.৫০ 'কোনি'-র চরিত্রটি আলোচনা করো।

উত্তর যে চরিত্রের নামানুসারে 'কোনি' উপন্যাসের নামকরণ, সেটিই যে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হবে, তা বলাই বাহুল্য। শ্যামপুকুর বস্তির এই ডানপিটে স্বভাবের মেয়েটির সাফল্যের শিখর ছোঁয়ার কাহিনির মধ্যে দিয়ে তার চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

➤ **লড়াকু :** গল্পের শুরুতে গঙ্গায় আম কুড়োনো থেকে শুরু করে, ক্লাইম্যাক্সে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের সুইমিংপুলে সর্বত্রই কোনির লড়াকু মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু সাঁতারের ক্ষেত্রে নয়, জীবনযুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে নির্ভীক ভাবে লড়াই চালায় প্রতিপক্ষ আর প্রতিকূলতার সঙ্গে।

➤ **কষ্টসহিষ্ণু :** দারিদ্র্য, খিদে, কায়িক শ্রম— যে-কোনো কষ্টকেই কোনি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নেয়। তার শিক্ষক ক্ষিতীশ সিংহও তাকে সেই শিক্ষাই দেন। তার এই কষ্টসহিষ্ণুতা আর অধ্যবসায়ই শেষপর্যন্ত তাকে সাফল্য এনে দেয়।

➤ **দৃঢ়চেতা :** জীবনে বারবার প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও কখনোই ভেঙে পড়ে না কোনি। সমস্ত দুর্ভাগ্য, প্রতিবন্ধকতা, অপমান আর চক্রান্তের দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করে সে। তার জেদ আর দৃঢ় মনোভাবের মধ্যে ক্ষিতীশ সিংহ খুঁজে পান লুকিয়ে থাকা চ্যাম্পিয়নকে।

➤ **খেলোয়াড়সুলভ :** হিয়া কোনিকে 'আনস্পোর্টিং' বললেও সমগ্র উপন্যাস জুড়েই আমরা তার খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবেরই পরিচয় পাই। শেষপর্যন্ত হিয়ার 'আনস্পোর্টিং' অপবাদের জবাবও সে খেলোয়াড়সুলভ ভাবেই দেয়।

তাই সব মিলিয়ে কোনি হয়ে ওঠে জীবনযুদ্ধের এক নির্ভীক সৈনিক।

কোনি।

প্রশ্ন ১.৫২ বিষ্টুচরণ চরিত্রটির মধ্যে হাস্যরস ও সততার যে পরিচয় রয়েছে, তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও। ৫

উত্তর 'কোনি' উপন্যাসে কোনির সাফল্যলাভ ও ক্ষিতীশের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের মধ্যে যে চরিত্রের উপস্থিতি কমিক রিলিফ এনেছে, তা হল বিষ্টুচরণ ধর ওরফে বেষ্টাদা। মাত্রাতিরিক্ত খাওয়া ও পরিশ্রমের অভাব অর্থবান পরিবারের সন্তান বিষ্টুচরণকে সাড়ে তিনমণী দেহের একটি ছোটোখাটো পাহাড়ে পরিণত করেছে। প্রথম দর্শনেই মালিশওয়ালাকে 'তানপুরো ছাড়', 'তবলা বাজা', 'সারেগামা কর' ইত্যাদি নির্দেশ দিয়ে সে পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। তাকে দ্বিতীয়বার দেখা যায় অবিরাম হাঁটা প্রতিযোগিতার সভাপতির পদে। ক্ষিতীশের কাছে শোনা কথাগুলির অনুকরণ এবং ক্ষিতীশের রসিকতাপূর্ণ বাক্যগুলি, পাঠককে তার সম্পর্কে আরও কৌতূহলী করে তোলে। বিষ্টু ধর সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়াবার প্রস্তুতি হিসেবে জনমত গঠনের চেষ্টায় টাকা দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করায় ও সেইসব অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে বক্তৃতা দেয়। এই কারণে ক্ষিতীশকে সে তার বক্তৃতা লেখক হিসেবে বহাল করে। বিভিন্ন সময়ে ক্ষিতীশ ও বেষ্টদা পরস্পরের প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছে। ক্ষিতীশের জ্ঞান, বুদ্ধি ও জীবনদর্শনে বিষ্টুধরও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ক্ষিতীশের প্রতি বিষ্টুর শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। তাই লীলাবতীর দেওয়া টাকা কিংবা অ্যাপোলো ক্লাবের ডোনেশন— এসব কোনো ক্ষেত্রেই সে ক্ষিতীশের কথার অমান্য করেনি। জুপিটার ক্লাবের সদস্যদের চক্রান্তে প্রতিযোগিতায় কোনির নাম বাদ গেলে বিষ্টুচরণ প্রেস কনফারেন্স ডাকা, ডিমনস্ট্রেশন দেওয়া, মিছিল করা ইত্যাদির কথা ভাবতে থাকে। জুপিটারের কম্পিটিশনের বাইরে থেকেও কোনি যখন অমিয়াকে পরাজিত করে, তখন সে অতি উত্তেজনায় প্রথমে অজ্ঞান হয়ে গেলেও জ্ঞান ফিরলে দশ কেজি রসগোল্লার অর্ডার দেয়। সুতরাং বিষ্টুচরণ চরিত্রটির মধ্যে আমরা মজা ও হাসির উপাদানের পাশাপাশি সরলতা ও সততার পরিচয় পাই।

পরোক্ষ অবদানও অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন ১.৫৪ লীলাবতী চরিত্রটি কীভাবে অন্যতম সহযোগী হয়ে উঠেছে, তা 'কোনি' উপন্যাস অবলম্বনে আলোচনা করো। ৫

উত্তর 'কোনি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যদি হয় কোনি ও ক্ষিতীশ, তা হলে এই দুই চরিত্রকে ধারণ করে রেখেছে ক্ষিতীশের স্ত্রী লীলাবতী। সে কেবল ক্ষিতীশের মেরুদণ্ড বা support system হিসেবেই কাজ করেনি, এক প্রখর ব্যক্তিত্ব ও নিজস্বতারও ছাপ রেখেছে গোটা উপন্যাস জুড়ে।

➤ **উদ্যমী :** সংসার চালানোর অর্থের উৎস যে দোকানটি, তার উন্নয়নের জন্য দোকানটিকে ক্ষিতীশের হাত থেকে উদ্ধার করে নিজে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে লীলাবতী। সেজন্য নিজের গহনা বন্ধক দিয়েছে এবং প্রচুর পরিশ্রম করে দোকানটি দাঁড় করিয়েছে।

➤ **দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন :** কোনিকে প্রশিক্ষণ দিতে ক্ষিতীশের এক পয়সা রোজগার তো হয়ই না, বরং নিজের পয়সা খরচ করে কোনির খাওয়াদাওয়ার ভার নিতে হয়। কিন্তু লীলাবতী এ নিয়ে কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করে না, শুধু নতুন দোকানের সেলামি বাবদ টাকা দিতে হবে বলে ব্যয়সংকোচের কথা স্বামীকে মনে করিয়ে দেয়।

➤ **স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল :** ক্ষিতীশ স্ত্রীর প্রখর ব্যক্তিত্বকে ভয় করলেও লীলাবতী কিন্তু স্বামীকে শ্রদ্ধা করে। তাই স্বামীর এঁটো থালায় খেতেও সে কুণ্ঠা বোধ করে না। ক্ষিতীশ দৈহিক সুস্থতার হেতু দেখিয়ে সেদ্ধ খাওয়া চালু করলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তা মেনে চলে। ক্ষিতীশ বিষ্টুচরণের কাছ থেকে সেলামির টাকা উদ্ধার করে দেবে জানালে সে স্বামীর সে-কথা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে।

➤ **সহানুভূতিশীল :** খাওয়াদাওয়ার শর্তে কোনিকে তার দোকানে কাজ করতে হয়, যদিও কোনিকে লীলাবতী বেতনও দেয়। দোকানে যেতে দেরি হলে লীলাবতী যেমন কোনিকে বলে 'বেরিয়ে যাও', তেমনই জুপিটার

চরিত্র বললে চরিত্রটির যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়।

প্রশ্ন ১.৫৫ ক্ষিতীশ সিংহ কোনিকে সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন করানোর জন্য যে কঠোর অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার পরিচয় দাও।

(পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নমুনা প্রশ্ন, ২০১৭) ৫

উত্তর নিষ্ঠাবান সাঁতার প্রশিক্ষক ক্ষিতীশ সিংহ কোনির ভিতরে লুকিয়ে থাকা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষণগুলিকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই তাকে চ্যাম্পিয়ন বানানোর লক্ষ্যে তিনি তার জন্য কঠোর অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার দু-সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষিতীশ কোনিকে সাঁতারের বিভিন্ন কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে আটটা— দুঘণ্টা ধরে প্র্যাকটিস চালিয়েও কোনি সেসব কৌশল আয়ত্ত করে উঠতে পারেনি। তখন ক্ষিতীশ তাকে একটা কস্টিউম আর প্রতিদিন দুটো ডিম, দুটো কলা আর দুটো টেস্টের বিনিময়ে বাড়তি আরও এক ঘণ্টা করে প্র্যাকটিসের জন্য রাজি করান। এভাবে ক্ষুধার্ত মানুষকে লোভ দেখিয়ে পরিশ্রম করানোটা অমানবিক জেনেও কোনির স্বার্থেই তিনি একাজ করেন। অনুশীলন চলাকালীন কোনি ক্লান্ত হয়ে জল ছেড়ে উঠে আসতে চাইলে ক্ষিতীশ বাঁশের লগা নিয়ে তার দিকে তেড়ে গিয়ে তার মাথা ভেঙে দেওয়ার ভয় দেখাতেন। আবার এরই পাশাপাশি কোনির স্বাস্থ্যের যত্নও নিতেন তিনি। সে যাতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারদাবার খেতে পারে, সেজন্য নিজের বাড়িতে কোনির খাওয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি। কোনির ওয়েট ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও তিনি করেন। শীতকালেও তিনি কোনির প্র্যাকটিস জারি রাখেন। মহারাষ্ট্রের রমা যোশি ৭২ মিনিটে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল শেষ করলে ক্ষিতীশ কোনির চোখের সামনে '৭০' লিখে রেখে তাকে প্রতিনিয়ত উজ্জীবিত করেন। এভাবেই ক্ষিতীশের কঠোর প্রশিক্ষণে দক্ষ সাঁতারু হয়ে ওঠে কোনি।

প্রশ্ন ১.৫৬

প্রশ্ন ১.৫১ 'অবশেষে কোনি বাংলা সাঁতার দলে জায়গা পেল।'— কোনি কীভাবে বাংলা সাঁতার দলে স্থান পেল তা লেখো।

(পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নমুনা প্রশ্ন, ২০১৭) ৫

উত্তর / উদ্ধৃতাংশটি মতি নন্দীর 'কোনি' উপন্যাস থেকে গৃহীত। বস্তির

কোনির সাঁতার কাটার শুরু গঙ্গায়। সেখান থেকে বাংলা সাঁতার দলে জায়গা করে নেওয়ার পথটা তার জন্য নেহাত সহজ ছিল না। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার কারণে তাকে পদে পদে হেনস্থা হতে হয়েছে তথাকথিত শিক্ষিত, সভ্য সমাজের কাছে। বিশেষত, ক্ষিতীশ সিংহের ছাত্রী হওয়ার দরুন বারবার ক্লাবের সংকীর্ণ রাজনীতি, দলাদলি ও চক্রান্তের শিকার হয়েছে কোনি। কিন্তু তার প্রশিক্ষক প্রতিনিয়ত উৎসাহ জুগিয়েছেন তাকে।

কোনির বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ার বিষয়ে অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবের প্রশিক্ষক প্রণবেন্দু বিশ্বাস। কোনির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিয়া মিত্রের প্রশিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও কোনির বিরুদ্ধে ঘটে চলা হীন চক্রান্তের প্রতিবাদ করেন তিনি। সংকীর্ণ দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে তিনি বলেন, "বেঙ্গালের স্বার্থেই কনকচাঁপা পালকে টিমে রাখতে হবে।" তাঁর অভিজ্ঞ চোখ কোনির প্রতিভাকে চিনে নিতে ভুল করেনি। তাই তিনি বুঝেছিলেন, মহারাষ্ট্রের রমা যোশিকে ফ্রি স্টাইলে হারাতে হলে কিংবা স্প্রিন্ট ইভেন্টে জিততে গেলে বাংলা দলে কোনিকে রাখতেই হবে। এমনকি কোনিকে দলে না নিলে প্রণবেন্দু নিজের ক্লাবের সাঁতারুদের নাম প্রত্যাহার করার হুমকিও দেন। এভাবেই নিজের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের পাশাপাশি প্রণবেন্দু বিশ্বাসের ইতিবাচক ভূমিকায় বাংলা দলে জায়গা পায় কোনি।